দেশ ভাগের ট্র্যাজেডি নারী ও একটি হিন্দি গল্প

RINKU GHOSH
Assistant Professor,
Department of Hindi, Lady Brabourne College,
Kolkata-17
rinkulodh72@gmail.com

নারী মন, ঘর, গ্রাম, মুক প্রতিরোধ, মাতৃত্ব, স্মৃতি

দেশভাগ হয়ে গেল কিন্তু "বতন" বা "মাটি" যার সাথে মানুষের নাড়ির টান, সেই সূক্ষ্ম সংবেদনশীল অনুভূতি, চরম প্রতিকুলতার মধ্যেও মানুষের সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্ককে কোনভাবেই মলিন হতে দেয়নি। এই পটভুমিতে আমি আমার সেমিনার পেপারে হিন্দি কথা সাহিত্যের মর্মস্পর্শী লেখিকা, কৃষ্ণা সোবতীর গল্প "সিক্কা বদল গয়া"র প্রধান নারী চরিত্র শাহনিকে বেছে নিয়েছি। দেশভাগ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্টভুমিতে লেখা এই হিন্দি গল্পটি নারী হৃদয়ের এক অদ্ভূত দলিল পেশ করে। যেখানে প্রতিবাদের ভাষাই, অর্থাৎ মৌন মূক স্বীকৃতি, নারীর সবথেকে বড় অস্ত্র। গল্পের শেষে এক নতুন নারীকে আমরা দেখতে পাই, যে সমস্ত প্রথা ভেঙ্গে, নিজের মত করে প্রতিবাদ জানাতে সক্ষম হয়।

একটি গোটা দেশ ভাগ হয়ে গেল এবং যারা দেশটাকে ভাঙলেন তাঁরা কিন্তু শহর থেকে শহরতলী কিংবা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে কোনো Option form নিয়ে সাধারণ মানুষের সামনে দাঁড়াননি। সুতরাং সাধারণ মানুষের মন এবং মননে দেশভাগ শুধুমাত্র পেন্সিলের খোঁচায় মানচিত্রের বিভাজন নয়, বরং অস্তিত্বের বিভাজন। "সিক্কা বদল গয়া" একজন বৃদ্ধার গল্প, যাকে নিজের জীবনের শেষপ্রান্তে এসে নিজের হভেলী, জমি, বাড়ি এবং নিজের গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হতে হচ্ছে। এই সেই গ্রাম, চিনাবের তীরে তাঁর প্রিয় গ্রাম যেখানে একদিন তাঁর স্বামী শাহজী তাকে বিবাহ করে নিয়ে এসেছিলেন এবং রানীর মতো সে এই হবেলীতে গৃহপ্রবেশ করেছিল। আর আজ! যখন শাহনি একেবারে একা, নিঃসঙ্গ, তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, সে নিঃসন্তান। আজ সেই বিশাল, খালি কিন্তু কানায়-কানায় স্মৃতিতে ভরা সেই হবেলী ছেড়ে তাকে সরহদ পার যেতে হবে। ট্রাক বাইরে প্রস্তুত। দারোগাবাবু দাউদ খাঁ শাহনিকে তাড়া দিলেন-শাহানি দেরি হয়ে যাচ্ছে! শাহানির চোখে মুখে এক অদ্ভূত ব্যাঙ্গ মাখানো হাসি.........মেরে ঘরমে মুঝে হী দের.........।

শাহানির গলা রুদ্ধ............প্রতিরোধ যখন তীব্র থেকে তীব্রতর তখন বোধ হয় আমাদের ভাষা সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নেয়। হয়ত সেই ভয়াল প্রতিরোধের সামনে টিকতে না পারার ভয়ে। শাহানি নির্বাক! দারোগাবাবু আবার তাড়া দিলেন-শাহানি! সঙ্গে কিছু নিয়ে নাও.........সোনা-দানা.........ভিতরে ঝড়, সব

তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাইরে কি আশ্চর্য স্তব্ধতা। শাহানির মধ্যে কোথাও কোন উত্তেজনা নেই, তাঁর অস্ফুট স্বর প্রতিধবনিত হয়ে ওঠে......... সোনা-চাঁদি! বাচ্চা, বহ সব তুম লোগোকে লিয়ে হ্যায়। মেরা সোনা তো এক-এক জমীন মে বিছা হ্যায়। পুরো গ্রামটাকেই যে তাঁর পুটলিতে বেঁধে নিয়েছে, শুধুমাত্র খানিক সোনা-দানায় তাঁর মন ভরবে কেন? এই গ্রামের নদী,মাঠ,পথঘাট, সবুজ ক্ষেত এবং আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সব্বাইকে নিয়ে তো তাঁর জীবন,আলাদা করে তো সে, কখনই নিজেকে ভাবতে শেখেনি। আজ হঠাৎ করে নিজেকে সে বদলায় কি করে? তাই ইসমাইল যখন আগ্রহ করে, শাহানি! যাবার আগে কিছু বলে যাও........... স্বতঃস্ফুর্তভাবেই সে বলে ওঠে- রব্ব! তুহানু সলামত রক্ষে বাচ্চা, খুশিয়াঁ বক্সে.........।

সাম্প্রদায়িকতার প্রতি উত্তরে হিন্দি সাহিত্যের দিকপালেরা একের পর এক সদর্থক মূল্য এবং চরিত্র সৃজন করেছেন।বিভাজনের ট্রাজেডি নারী এবং নারীজীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তাঁকে দুমড়ে, মুচড়ে, তাঁর নতুন রূপ উন্মীলিত করেছে, সেই যন্ত্রণা আর যাইহোক সাদা কালো অক্ষরে বইয়ের পাতায় লেখা যায়না। ভিতরের ক্ষতগুলোর আভাস মাত্র দেওয়া যায়। তাঁর গভীরতা মাপার প্রচেষ্টাই আমাদের সাহিত্যের মূল রসদ হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাস সাক্ষী, সারা বিশ্বজুড়ে যখনই ভাগাভাগি এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, নারী সবথেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতি পুরুষেরও হয়েছে কিন্তু সব কিছু হারিয়েও সে স্বজন এবং সমাজহারা হয়নি। নারী কিন্তু সবকিছু হারিয়ে খড়কুটোর মতন নিজের সমাজ পরিবার এবং পরিজনকে নিয়ে যখন বাঁচতে চেয়েছে, সমাজ এবং পরিবার তাঁকে গ্রহন করেনি। অস্তিত্বের সঙ্কট তাই তাঁর কাছে অক্টপাসের শক্ত বাঁধনের মতই অটুট। উর্বশী বুটালিয়া "*THE OTHER SIDE OF SILENCE*" নামক গ্রন্থে লিখেছেন- 1. "Krishna Sobti, a well known writer and someone who has lived through partition herself, speaks movingly of a whole generation of women whose lives, she says, were destroyed by partition. In refugee families all available hands had to be pulled into the process of reconstruction, of rebuilding broken homes". 1 (Page – 111-112) নারী এবং পুরুষের ক্ষেত্রে বিভাজনের ট্র্যাজেডি তাই কখনই এক নয়। সব কিছুই যখন আলাদা তখন তাঁদের প্রতিবাদের ধরণটাও আলাদা। "জ্ঞান কা স্ত্রী- বাদী পাঠ"নামক নিজের বইয়ে লেখিকা সুধা সিং লিখছেন – 2. "উনকে ইয়াঁহা প্রতিরোধ কা তরিকা উনকি ভাষা হ্যায়"। 2. (Page-262)

কৃষ্ণা সোবতী শাহানির চরিত্র চিত্রায়নের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন, এ কেমন দেশ যাঁর সংস্কৃতিতে সবাই এবং সবকিছু মিলেমিশে একাকার কিন্তু যার রাজনীতিতে কেউ কারো নয়। সেই রাজনীতির খেলা,হিন্দুস্তান পাকিস্তানের সুক্ষ জটিলতা, শাহানি বোঝে না, বা বোঝার প্রয়োজনও বোধ করে না। পুরো গল্পতেই অদ্ভূত এক অস্থিরতার পরিবেশ,কিন্তু শাহানির কথায় কোথাও কোনো বিদ্দেশ বা ঘৃনা নেই। 'শেরার' চোখে আজ প্রতিহিংসার আগুন, কিন্তু শাহানির মমতাময়ী মূর্তি শেরার স্মৃতিকে বিচলিত করে। মাতৃত্বের সূক্ষ্ম অনুভূতি কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মুখাপেক্ষি নয়। সোবতীজী শেরার হৃদয়ে টোকা মারেন-তীব্র খরস্রোতা হয়ে

সবকিছু নিমেষে বেরিয়ে আসে.............. শেরা, শাহানিকা স্বর প্যাহচানতা হ্যায়। বহ না প্যাহচানেগা! অপনি মা জ্যানা কে মরণে কে বাদ, বহ শাহানিকে পাস হি পলকর বড়া হুয়া।শাহাজীর সঙ্গে হয়তো তাঁর সম্পর্ক খারাপ ছিল কিন্তু শাহানি তো মা! শেরার অকপট স্বীকারোক্তি......আখির শাহানিনে ক্যায়া বিগাড়া হ্যায় হমারা? শাহজী কী বাত, শাহজী কে সাথ গয়ী। বহ শাহানী কো জরুর বচায়েগা।কিন্তু কাল রাতের পরামর্শ? শেরা কিছুতেই মানতে পারছে না, কী করে সে ফিরোজের কথায় রাজী হয়? সব কিছু ঠিক হো যায়েগা,সামান বাঁট লিয়া যায়েগা।

শাহানীকে তাঁর হভেলী,গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, প্রতিবাদ তো সে করবেই কিন্তু তাঁর প্রতিরোধ মৌন,মুক এবং উদাত্ত স্বীকৃতির দ্বারা উন্মোচিত হচ্ছে। *"ACTS OF LITERATURE*"-এ দেরিদা বলছেন, সব কিছু স্বীকার করে,ন্যায়, ব্যবস্থা আর নিয়মকে অস্বীকার করা হয়। প্রতিরোধের স্বর যতটা তীব্র হয় স্বীকারের মাত্রাও ততটাই উন্নত মানের হয়।শাহানীও সব কিছু স্বীকার করে প্রতিবাদ জানায়, এটাই তাঁর অস্ত্র। বিশিষ্ট নারীবাদী বিদ্যান Deborah Cameron তাঁর বিখ্যাত কৃতি "*FEMINISM AND LINGUISTIC THEORY"* তে বলছেন- 3. "It is through their control over meaning , that men are able to impose on everyone their own view of the world;women without the ability to symbolize their experience in the male language, either internalize male reality(alienation) or find themselves unable to speak at all (silence)"3.

ভাগাভাগি ও দাঙ্গার জবাব দাঙ্গা নয়, বরং সেই ঘৃণা, অবিশ্বাস এবং রক্তাক্ত প্টভুমিতেও হৃদয়ের সুক্ষ অনুভূতিগুলো কি ভীষণভাবে প্রাণবন্ত, 'সিক্কা বদল গয়া'র শাহানী, সোবতীজীর শাহানী, তাঁর এক জলন্ত উদাহরণ।

সহায়ক গ্রন্থসূচীঃ

1) Butalia,Urvashi, The other side of Silence, Page- 111-112,Penguine Books, First Published – 1998, New Delhi.

2) Singh,Sudha,Gyan ka Streebadi Path,P-262,Granth Shilpi Pvt. Ltd, New Delhi.First Published 1985

3) Cameron, Deborah,Feminism and Linguistic Theory, Chapter – Silence,Alienation and Oppression,Page – 108, Macmillon,London. First Published – 1985